খবর সোজাসুজি

প্রতিনিয়ত খবরের আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, ট্যুইটার এবং ইনস্টাগ্রাম।

Follow Us :
facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

KHABOR SOJASUJI

খবর সোজাসুজি

RNI NO.WBBEN/2023/87806 (Govt. Of India)

EDITOR - ISRAIL MALLICK

প্রতি ইংরেজি মাসের ১৫ ও ৩০ তারিখ প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র

খবর সোজাসুজি

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮

www.khaborsojasuji.com

Vol-2 ● Issue- 13 ● Bardhaman ● 15 December 2024 ● Rs. 2.00 (Four Pages) ● Mobile - 9434566498

এক নজরে

● খবর সোজাসুজি'র উদ্যোগে আয়োজিত অনলাইন সেলফি প্রতিযোগিতায় প্রথম - রিয়া বিশ্বাস, বাড়ি - চাকদা,নদীয়া। দ্বিতীয় - সুরজিৎ দে, বাড়ি - মথুরাপুর,পূর্ব বর্ধমান এবং তৃতীয় - মঞ্জু দত্ত, বাড়ি - খানপুর, হুগলি।

● আরজি করে ধর্ষণ ও খুনের মামলায় জামিন পেলেন আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ও টালা থানার তৎকালীন ওসি অভিজিৎ মন্ডল। ৯০ দিন পার হলেও সিবিআই পেশ করতে না পারায় জামিন পেলেন সন্দীপ- অভিজিৎ।

● নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সুপ্রিম কোর্টে জামিন পেলেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষা মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

● জয়নগরে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রীকে ধর্ষণ ও খুনের মামলায় দোষীকে মৃত্যু দন্ডের সাজা শোনাল বারুইপুর আদালত।

● ফারাক্কায় নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত দীনবন্ধু হালদারকে শুক্রবার ফাঁসির সাজা শোনাল জঙ্গিপুর আদালত।অপর অভিযুক্ত শুভ হালদারকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল আদালত।

● জৌগ্রাম তেলে নুড়ি জুনিয়র হাইস্কুলের পরিচালন সমিতির নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী তৃণমূল।

● সেলিমাবাদ,চক আঝাপুর এবং টেঙ্গাবেড়িয়া সমবায় সমিতির নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী তৃণমূল।

● খানপুর সাব পোস্ট অফিসে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ স্পিড পোস্ট পরিষেবা।চিঠি স্পিড পোস্ট বা রেজিষ্ট্রি করতে ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিসে যেতে বলা হচ্ছে।চরম হয়রানির শিকার সাধারণ মানুষ।

● ৯ টা ৪৫ নয়,এবারে মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে সকাল ১০ টা ৪৫ মিনিট থেকে, জানিয়ে দিল পর্ষদ।প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্রেই থাকবে সিসিটিভি।

● ভোটে জিতলেই মহিলাদের প্রতি মাসে ২১০০ টাকা করে দেবার কথা ঘোষণা করলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল।লক্ষ্মীর ভান্ডারকে অনুসরণ করে মহিলাদের জন্য এখন থেকেই চালু প্রতি মাসে ১০০০ টাকা।

● নার্সিং হোমের লাইসেন্স না থাকা সত্ত্বেও রোগী ভর্তির অভিযোগ ধনেখালি গ্রামীণ নার্সিং হোমের বিরুদ্ধে।প্রবল চাঞ্চল্য এলাকায়।

● মগরা আবগারি সার্কেলের নতুন ওসি হলেন সাহিদ মন্ডল।

● জনজাতি,উপজাতি, অনগ্রসর

(এরপর চারের পাতায়)

নার্সিং হোমের লাইসেন্স বাতিল হওয়া সত্ত্বেও রোগী ভর্তির অভিযোগ ধনেখালি গ্রামীণ নার্সিং হোমের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন - নার্সিং হোমের লাইসেন্স বাতিল হওয়া সত্ত্বেও রোগী ভর্তির অভিযোগ ধনেখালি গ্রামীণ নার্সিং হোমের বিরুদ্ধে। নার্সিং হোমের লাইসেন্সের মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে বছর খানেক আগে।নার্সিং হোমের লাইসেন্স রিনিউ করার জন্য আবেদন করলেও পরিকাঠামো ঠিকঠাক না থাকায় তা রিজেক্ট করে দিয়েছে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর।নার্সিং হোম কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়ে নার্সিং হোম বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে হুগলি জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক। তবুও লুকিয়ে চুরিয়ে মাঝে মধ্যে রোগী ভর্তি নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ।লাইসেন্স না থাকা সত্ত্বেও ধনেখালি গ্রামীণ নার্সিং হোমে সিজারও করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। যদিও রোগী ভর্তি নেওয়ার কথা অস্বীকার করেছেন

নার্সিং হোম মালিক কেনারাম দে।তিনি জানিয়েছেন," আমাকে নার্সিং হোম বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়ার পর থেকে নার্সিং হোমে আর রোগী ভর্তি নেওয়া হচ্ছে না।" কিন্তু লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও কেন তিনি নার্সিং হোম খোলা রেখেছেন তার কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি তিনি।লাইসেন্স বাতিলের খবর জানতে পেরে নার্সিং হোমের ইস্যু করা ডিসচার্জ সার্টিফিকেট দেখে জন্ম বা মৃত্যু সার্টিফিকেট দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে ধনেখালি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত।আর তার ফলে মহা ফাঁপরে পড়েছে নার্সিং হোম কর্তৃপক্ষ।প্রকাশ্যে এসে গেছে নার্সিং হোমের লাইসেন্স বাতিল হওয়ার ঘটনা। বিগত কয়েক মাস ধরে লাইসেন্স ছাড়াই অবৈধভাবে চলা ধনেখালি গ্রামীণ নার্সিং হোমে জন্ম নেওয়া শিশুর জন্ম সার্টিফিকেট না পেয়ে হন্যে হয়ে ঘুরছে রোগীর পরিবার।মৃত্যু সার্টিফিকেটের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা।চরম হয়রানির শিকার রোগীর পরিবার। ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।নার্সিং হোমের লাইসেন্স বাতিল হওয়া সত্ত্বেও কাদের মদতে রোগী ভর্তি নেওয়া হচ্ছে এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।প্রশাসনের নাকের ডগায় লাইসেন্স না থাকা সত্ত্বেও কিভাবে চলছে নার্সিং হোম ? জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর নার্সিং হোম কর্তৃপক্ষকে নার্সিং হোম বন্ধের চিঠি দিয়েই কি দায় ঝেড়ে ফেলতে চাইছেন ? কেন নার্সিং হোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এখনও প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নি ? বেআইনি ভাবে চলা নার্সিং হোমের ঝাঁপ কেন এখনও বন্ধ করে নি প্রশাসন ? উঠছে একাধিক প্রশ্ন।

সাইবার প্রতারণার শিকার ধনেখালি স্টেট ব্যাংকের এক মহিলা কর্মী ! ডিজিটাল বন্ধুত্বের ফাঁদে পড়ে খোয়ালেন ২৫ লক্ষ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন - দিন দিন বাড়ছে সাইবার প্রতারণা। সাইবার

প্রতারকদের ফাঁদে পড়ে সর্বস্ব হারাচ্ছেন অনেকেই। এবার সাইবার প্রতারণার শিকার মৌসুমী সাহা নামে ধনেখালি স্টেট ব্যাংকের এক মহিলা কর্মী ! উপহার নেওয়ার লোভে সমাজ মাধ্যমে পাতানো নাইজেরিয়ান এক বন্ধুর ফাঁদে পড়ে খোয়ালেন ২৫ লক্ষ টাকা।প্রতারিত হয়েছেন বুঝতে পেরে তিনি অভিযোগ দায়ের করেন হুগলি গ্রামীণ পুলিশের সাইবার শাখায়। ওই মহিলা ব্যাংক কর্মীর অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে ২৫ লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে দিল্লি থেকে এক নাইজেরিয়ান নাগরিককে গ্রেফতার করেছে হুগলি গ্রামীণ পুলিশের সাইবার শাখা।ধৃতের নাম ইজিকেল এন্যাগি ওঘেনা।জানা গেছে ২০১৩ কমার্শিয়াল পাসপোর্ট নিয়ে নাইজেরিয়া থেকে ভারতে এসেছিলেন ওঘেনা।২০২৩ সালেই তার পাসপোর্টের মেয়াদ শেষ হয়েছে।পাসপোর্ট ও ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর অবৈধভাবে এদেশে বাস করছিলেন সে।ধৃতের কাছ থেকে পাসপোর্ট,পেন ড্রাইভ, একাধিক মোবাইল ফোন, সিমকার্ড, ল্যাপটপ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার কামারকুন্ডুতে হুগলি গ্রামীণ এসপি অফিসে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে হুগলি গ্রামীণের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কল্যাণ সরকার জানান,গত ২৪ আগস্ট ধনেখালি থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন মৌসুমী সাহা নামে এক মহিলা। তিনি ধনেখালি স্টেট ব্যাংকের কর্মী।অভিযোগে ওই ব্যাংক কর্মী জানান, সমাজ মাধ্যমে এক ব্যক্তির সঙ্গে তার পরিচয় হয়, যিনি নিজেকে নেদারল্যান্ডসের আমস্টারডামের বাসিন্দা বলে পরিচয় দেন।বলেন, পেশায় তিনি চিকিৎসক। এরপর আলাপ গভীর হয়। মহিলা ব্যাংক কর্মীর জন্য একটি গিফট পাঠান তিনি। ওই মহিলা ব্যাংক কর্মীকে বলা হয় দিল্লি এয়ারপোর্টে সেই গিফট আটকে আছে।টাকা দিয়ে সেই গিফট ছাড়ানোর জন্য ধাপে ধাপে নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ২৫ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা ট্রান্সফার করেন ওই ব্যাংক কর্মী।ছ'টি পৃথক ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সেই টাকা ট্রান্সফার করেন স্টেট ব্যাংকের ওই মহিলা কর্মী।সেই অ্যাকাউন্টগুলি থেকে আরও অন্য অ্যাকাউন্টে সরিয়ে ফেলা হয় টাকা।

(এরপর চারের পাতায়)

৬ দফা দাবিতে ধনেখালি বিএলআরও অফিসে কংগ্রেসের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন - বিএলআরও অফিসে ঘুঘুর বাসা ভাঙতে পথে নামল কংগ্রেস। জাল দলিল বানিয়ে বিভিন্ন জায়গায় অবৈধভাবে মাটি কাটা,পুকুর ভরাট,জাল দলিল বানিয়ে জমি বিক্রির অভিযোগ

বেআইনি জমি কারবার এবং দুর্নীতি বন্ধের দাবিতে সরব কংগ্রেস নেতৃত্ব। ধনেখালি সহ রাজ্যের উঠছে।বিএলআরও অফিসে দালাল চক্রের বিরুদ্ধে,সরকারি খাসজমি

(এরপর দুয়ের পাতায়)

গলসির নিখোঁজ নাবালিকাকে এক বছর পর রাজস্থান থেকে উদ্ধার করল গলসি থানার পুলিশ,গ্রেফতার ১

নিজস্ব প্রতিবেদন - পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের বড়সড় সাফল্য। গলসি থেকে নিখোঁজ নাবালিকাকে এক বছর পর রাজস্থান থেকে উদ্ধার করল গলসি থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ১১ নভেম্বর ২০২৩ গলসি থানায় অভিযোগ আসে যে একটি ১৭ বছরের নাবালিকা মেয়ে বাড়ি থেকে কাউকে কিছু না বলে চলে যায়। এই অভিযোগের ভিত্তিতে গলসি থানাতে একটি মামলা দায়ের হয়। ২০২৩ সাল থেকে বিভিন্নভাবে মেয়েটিকে গলসি থানার তদন্তকারী অফিসার খোঁজার চেষ্টা করেন, কিন্তু প্রাথমিকভাবে কোন হদিশ পাওয়া যায়নি। তা সত্ত্বেও তদন্তকারী অফিসার হাল ছাড়েননি,অসীম ধৈর্য এবং অনমনীয় মনোভাব নিয়ে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে গেছেন। অবশেষে ৪ ডিসেম্বর ২০২৪ পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ সুপারের অনুমতি নিয়ে রাজস্থানের

উদেশ্যে রওনা দেন পূর্ব বর্ধমানের পুলিশ টিম। ৭ ডিসেম্বর ২০২৪ স্থানীয় পালরি- এম থানার সহায়তায় যোধপুর স্টেশন থেকে ২০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত পোশালিয়া গ্রাম থেকে, তদন্তকারী অফিসাররা ঐ নাবালিকাকে উদ্ধার করেন এবং আসামিকে গ্রেপ্তার করেন। মঙ্গলবার ১০ ডিসেম্বর ২০২৪ নাবালিকা এবং আসামিকে পূর্ব বর্ধমানে ফিরিয়ে আনা হয়। বুধবার আসামি এবং উক্ত নাবালিকাকে পূর্ব বর্ধমান জেলা আদালতে পেশ করা হয়।

খবর সোজাসুজি

Volume-2 ● Issue- 13 ● 15 December, 2024

ডিজিটাল সম্পর্ক

সময়টা বড় অস্থির। বর্তমান এই ডিজিটাল যুগে ভার্চুয়াল জগতে অহরহ আমরা যত সম্পর্ক তৈরি করার চেষ্টা করছি ততই ক্রমশ আলগা হয়ে আসছে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন।সবাই ব্যস্ত সোস্যাল মিডিয়ায় সম্পর্ক তৈরি করতে। ভার্চুয়ালি বিশ্বকে আপন করতে গিয়ে পর হয়ে যাচ্ছে নিজস্ব পরিবার,পরিজন।ছিন্ন হচ্ছে সামাজিক বন্ধন। নবীন থেকে প্রবীণ সবাই এখন মোবাইলে বুঁদ।পাশাপাশি দু'চারজন বসে থাকলেও কেউ কারো সাথে কথা বলছে না। সবাই মোবাইলে ব্যস্ত।যে যার মতো করে সময় কাটাচ্ছে।কেউ ফেসবুকে চ্যাট করতে ব্যস্ত,তো কেউ রিল দেখতে ব্যস্ত।আবার কেউ রিল বানাতে ব্যস্ত কিংবা গেম খেলতে ব্যস্ত। কথা বলার সময় নেই। কথা হচ্ছে ডিজিটাল বন্ধুর সঙ্গে,হয় গেম খেলতে খেলতে নয়তো ভয়েস কল,ভিডিও কল কিংবা চ্যাটের মাধ্যমে।পাশাপাশি বসে থাকলেও কেউ কারো সঙ্গে কথা বলছে না। সবাই চুপচাপ।একমনে মোবাইলের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছে। কেউ কারো মনের খবর কেউ রাখে না। বর্তমানে পৃথিবীটা ছোট হতে হতে যতই আমাদের হাতের মুঠোয় চলে আসছে ততই আমরা ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছি পরিবার পরিজন আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবদের কাছ থেকে। বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে গল্প গুজব আড্ডা,ঠাট্টা তামাশা করার সময় নেই। নেই খেলাধুলার সময়। বিকাল বেলা খেলার মাঠ গুলো ফাঁকা।যুব সমাজ মোবাইলে মগ্ন।বেশিরভাগ ছেলে মেয়েই ফেসবুক,ইনস্টাগ্রাম কিংবা অনলাইন গেমে ব্যস্ত। বর্তমানে আমরা এত ব্যস্ত যে নিজেদের পরিবারের সদস্যদেরই ঠিক মতো খোঁজ খবর রাখতে পারছি না। বিশ্বকে আপন করতে গিয়ে ঘরের লোককেই পর করে ফেলছি। রিচার্জ শেষ হলেই যেখানে বন্ধুত্ব শেষ সেই ভার্চুয়াল বন্ধুর টানে বাড়ির পাশের,স্কুলের অথবা পাড়ার ছেলেবেলার বন্ধুকেও ভুলতে বসেছি। একথা ভুলে যাচ্ছি রাত বিরেতে বিপদে পড়লে পাশে থাকবে পরিবার,পরিজন,পাড়ার ছেলেরা বা স্থানীয় বন্ধু বান্ধব। ভার্চুয়াল বন্ধুর এখানে দেখা পাওয়া যাবে না। নেট শেষ তো সম্পর্ক শেষ।পরিবার পরিজন আত্মীয় স্বজনের কথা ছেড়ে তবুও আমরা ছুটে চলেছি মরীচিকার পিছনে, ভার্চুয়াল বন্ধুত্বের মায়াবি হাতছানিতে। ডিজিটাল ফাঁদে পড়ে অনেকেই সর্বস্ব হারাচ্ছেন। তবুও মোহ কাটছে না। প্রতিনিয়ত সোস্যাল মিডিয়ায় চলছে নতুন নতুন বন্ধু-বান্ধবীর খোঁজ। মরীচিকার পিছনে ছুটতে গিয়ে আপন হচ্ছে পর।আর এভাবেই বর্তমান ডিজিটাল যুগে ক্রমশ আলগা হচ্ছে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন। বড় একা হয়ে পড়ছি আমরা।সব থাকতেও যেন কিছুই নেই।মানসিক শান্তির বড় অভাব। ব্রেন রটের শিকার হচ্ছি আমরা।ছোট থেকে বড় সবাই আজ মোবাইলের শিকার।বর্তমান এই মোবাইল ইন্টারনেটের যুগে নিজের নিয়েই ব্যস্ত সবাই,সম্পর্ক ধরে রাখার বালাই নেই। সব সম্পর্কই আজ ডিজিটাল !

শীত এলে তো

বিজন দাস

শীত এলে তো তীব্রতর
গরম বাবুর ছুটি,
সোনালী ধান খামার পানে
করছে উঠি উঠি।
শীত এলে তো মাঠে জলায়
কুটুম পাখির রব।
ঘরে ঘরে নতুন চালের
নবান্ন উৎসব।
শীত এলে তো সবজি ফুলে
বাজার বাগান সাজে,
ভ্রমন খুশির পিকনিকে মন
আকুল হয়ে বাজে।
শীত এলে তো রঙিন চঙিন
সোয়েটারের দল,
রাস্তা হাট বাজার স্কুল
হয়ে যায় উজ্জ্বল।
যাদের গায়ে থাকে নাকো
রঙিন সোয়েটার,
তাদের কথা কে আর ভাবে
ভেবেছি বার বার।
শীত এলে তো পিঠে পুলি
নলেন গুড়ের স্বাদ,
উড়ু উড়ু মন গুলো সব
ভুলে যায় বিবাদ।
শীত এলে তো ফুলের মেলা
বই মেলার টান,
নানা মেলায় মিলিয়ে দেবার
চলেছে আহ্বান।

পুড়ছে নাড়া

সিদ্ধেশ্বর দত্ত

শুনছে না কেউ মানছে নাকো
সরকারি খোদ মানা
মাঠের মাঝেই আগুন দেখে
যাচ্ছে তা সব জানা।
যে জমিতে হয়েছিল
ধান চাষে বীজ রোওয়া
ধান উঠতেই সেই জমিতে
এখন কালো ধোঁয়া !
পুড়ছে নাড়া, জ্বলছে আগুন
হচ্ছে দূষণ তবু
কেউ দেখেনা, হয় না সাজা
শাস্তি কারো কভু !
মানা-নিষেধ দিলো না হায়
চাষীর মনেই নাড়া -
তাইতো নাড়া পুড়ছে মাঠেই
দেখবি যদি দাঁড়া।
প্রচার, শুধু প্রচার করেই
ক্ষান্ত সবাই বেশ !
'মহানন্দে' নাড়া-র আগুন
পোড়ায় পরিবেশ !!

বাড়িয়ে দাও তোমার হাত

পার্থ পাল

ঘটনা ১ - একটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিশেষ কাজে ট্রেনে চড়ে শহরে যাচ্ছিলেন। ট্রেনের মধ্যেই তিনি বুকে তীব্র ব্যথা অনুভব করেন।তখন, সহযাত্রীরা তাঁকে দয়াপরবশত কামরা থেকে নামিয়ে দেন। তিনি স্টেশনে থাকা একটি গাছের নিচে বসে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

ঘটনা ২ - এলাকার এক দিব্যাঙ্গ ভাই হাতে চালানো ট্রাই সাইকেল চেপে ধুপ বিক্রি করতেন। তাঁর একটি মোটরচালিত ট্রাই সাইকেলের খুবই প্রয়োজন ছিল। এলাকার ওসি তা জানতে পেরে নিজে উদ্যোগ ও অর্থব্যয়ে তাকে তা কিনে দেন। এক অনাবিল হাসিতে ভরে ওঠে উপকৃত ভাইটির মুখ।

ঘটনা ৩ - একজন অপর একজনকে ভালোবেসেছিল। দুই নরনারীর এই মেলামেশা পছন্দ হয়নি সমাজের এক স্বঘোষিত সেবকের। তাই তিনি ভরা হাটে চাবকালেন যুগলকে। ভিড় করে তা দেখলেন ও উপভোগ করলেন বাকিরা।

ঘটনা ৪ - হাই রোডের ধারে একটি জমাটি বাজার। সেখানকার ভিক্ষাজীবী, ভবঘুরে, দরিদ্র মানুষদের কাছে রবিবার মানেই আনন্দ। কয়েকজন সদাশয় মানুষ যৌথ উদ্যোগে সেখানে চালাচ্ছেন 'রবিবারের লঙ্গর।' ভিক্ষাজীবীরা সেই বিনাপয়সার ভোজ কব্জি ডুবিয়ে খাচ্ছেন। তাঁদের আনন্দে আনন্দিত হচ্ছেন উদ্যোগীরা।

ঘটনা ৫ - এক শিক্ষক তাঁর ছাত্রীদের নিয়ে গরীব এলাকায় যাচ্ছেন। সেখানকার মহিলাদের তাঁরা বোঝাচ্ছেন ঋতুকালীন সমস্যা সমাধানের উপায়। শুধু তাই নয়, তাঁরা প্যাড ও 'মেনস্ট্রুরেশন কাপ' বিলি করছেন। মহিলাদের স্বাস্থ্যসচেতন করাই তাঁদের উদ্দেশ্য।

ঘটনা ৬ - প্রতিবেশী দেশে শুরু হয়েছে ধর্মভিত্তিক হানাহানি। সে দেশের সংখ্যালঘুরা বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হচ্ছেন। ধ্বংস হচ্ছে উপাসনালয়। ভেঙে যাচ্ছে চিরাচরিত বিশ্বাস।

এগুলি সবই মূল্যবোধ থাকা, না-থাকার চালচিত্র। মূল্যের বোধ থাকাকেই মূল্যবোধ বলে। তবে এখানে মূল্য বলতে মানবিক চেতনার মূল্যকেই বোঝায়। বিপদে -আপদে -আনন্দে-

হতাশায় মানুষের পাশে থাকলেই মানুষকে যথাযথ মূল্য দেওয়া হয়। আর এমন মূল্যবোধ আছে বলেই একক মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ, সমষ্টির দেশ আর আত্মীয়তার বিশ্বে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে। প্রতিবেশীর সমস্যায় যে মানসিকতায় আমরা হাত বাড়াই ঠিক একই মানসিকতায় যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে ত্রাণ নিয়ে হাজির হয় অনেক মানবিক দেশ। সেই মূল্যবোধে বর্তমানে ফাটল দেখা যাচ্ছে। পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রি করে মাকে বিমানবন্দরে বসিয়ে রেখে ছেলের বিদেশে হওয়া হয়ে যাওয়ার ঘটনা এখনও নিশ্চয়ই পাঠকের মনে আছে। ভাগের মাকে বোঝা ভেবে দূর শহরের ফুটপাতে ফেলে এসেছিলেন এ রাজ্যের মানুষই। আবার সেই বৃদ্ধাকে মাতৃজ্ঞানে সসম্মানে ছেলেদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন সেই শহরের ছেলেরাই! সে ঘটনাও মানুষের ভুলে যাওয়ার কথা নয়।

উল্টোদিকে অতি আদরে বা নিজের স্বপ্নকে সন্তানের মাধ্যমে পূরণের আশায় মা-বাবারাও চুরি করছেন ছেলেমেয়েদের শৈশব। অপত্যরা যখন অভিভাবকদের সঙ্গ চাইছে, তখন তাঁরা মোবাইলমগ্ন। সবুজ মাঠ যখন কচিকাঁচাদের ডাকছে, বাবা-মা তাদের পাঠিয়ে দিচ্ছেন গৃহ শিক্ষক বা অঙ্কন-নৃত্য-সাঁতার-গান-আবৃত্তির ক্লাসে। এই বিপ্রতীপ অবস্থানে থেকে একটু বড় হলেই ছোটরা বিদ্রোহ করছে - বড়দের কথা শুনছে না, ঔদ্ধত্য দেখাচ্ছে, মত্ত হচ্ছে মোবাইলে। তাই মূল্যবোধের অভাব এখানে পারস্পরিক। তাতে স্বখাতসলিলে ডুবে মরছেন বাবামায়েরা; পরিস্থিতিতে পথ হারাচ্ছে নব্য প্রজন্মও।

যার প্রভাব থেকে বাদ যাচ্ছে না অন্যান্য ক্ষেত্রও। বেশিরভাগ চিকিৎসকই এখন চিকিৎসা করছেন নার্সিংহোম, ওষুধের দোকান আর নিজের অনন্ত উপার্জনের কথা ভেবে। তাই একজন রোগীর জন্য এক মিনিট সময় দেওয়াটাও তাঁদের কাছে - ব্যয়। অথচ তাঁদের পারিশ্রমিক বেড়ে চলেছে দিনের পর দিন। নিতান্ত বাধ্য মানুষ এ অন্যায় দেখে ডাক্তারবাবুদের আর ভগবানের আসনে বসাতে পারছেন না। তাই তাঁদের সামান্য পদস্খলনেই উত্তেজিত জনতা ভাঙচুর করছেন নার্সিংহোম, হসপিটাল। আক্রান্ত হচ্ছেন ডাক্তারবাবুরাও।

অথচ প্রত্যেক মানুষ যদি প্রত্যেকের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন, তবে আর এত অনাচার, অন্যায় মাথা চাড়া দিতে পারে না। এবং তার জন্য একটি ছোট্ট ভাবনার অনুশীলনই যথেষ্ট - 'মানুষ মানুষের জন্য।'

নিষ্ফলা পাঠশালা

কুন্তল চট্টোপাধ্যায়

মনে করিয়াছিলাম, একভাবেই বুঝি চারিপার্শ্ব চিত্রিত থাকিবে আবহমান কাল। আশা করিয়া ঠকিবার এই লৌহ পিঞ্জর এক্ষণে ভঙ্গ করিবার সাধ্য আর নাই। অনর্থক নাগপাশে আবদ্ধ থাকিয়া প্রাণপণে প্রায়শ্চিত্ত করিতে বসিয়াছি।সেই কিশলয়, সেই বর্ণপরিচয় নিমেষে অন্তর্হিত হইলো। কিন্তু যাহা অবিনশ্বর তাহা পোড়াইলে দুঃখ তো লাগিবেই।স্থায়ী ভয় কিনিলাম,ভালো কিছুর তরে পাপ কিনিলাম,সকলি ভয়ানক রূপ ধারণ করিয়া পুনঃ পুনঃ দর্শন গোচর হইতে লাগিল। কেন করিলাম, তাহাদের হিতের জন্য করিলাম ইহা ভাবিতে বসিলে বিমর্ষ হইয়া পড়ি।বিষয় ভুলিলাম, গণনা ভুলিলাম, যাহাদের হিত সাধনার্থে অন্ধকূপে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম তাহাদের হিতার্থে না পারিলাম মুখ খুলিতে,না পারিলাম গীত গাহিতে। সংবাদপত্রের সাংবাদিকগণ কলিকাতার উচ্চশিক্ষায় সগৌরব উপস্থিতির বৃত্তান্ত উচ্চ নিনাদে ঘোষণা করিয়াছেন; কিন্তু ইহার সরবরাহের সোপান যে তলে তলে ক্ষয়িষ্ণু তাহা বুঝিতে পন্ডিত হইবার প্রয়োজন নাই, কলিকাতার চতুর্পার্শ্বস্থ গঞ্জের দিকে তাকালেই অবলোকন করিতে পারিবেন। দানে সম্পদ কখনোই বৃদ্ধি পায়না, বরং হিতে বিপরীত হইয়া থাকে। দানে বশীভূত থাকায় সম্পদ হইবার আকাঙ্ক্ষা চিরতরে বিনষ্ট হয়।যাহারা পোষকতা করেন,ক্ষনিকের এই সুখ ভবিষ্যৎ অধঃগমণের পথ প্রশস্থ করিবে কিনা তাহারাই বলিতে পারিবেন। শ্রী ঐশ্বর্য লোভে অষ্টাদশী হওয়াটাই যেখানে কাঙ্খিত সেইখানে পাঠশালা ফলবতী হইবে এই প্রত্যাশায় প্রতীক্ষা করিয়া থাকা সমীচীন নহে। এই মর্ম পীড়া কি নিদারুন কিছুতেই তাহা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারি না। মোদের গুরুজী স্বামী মেধসানন্দজী দূরদর্শনের চমৎকারিত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে অশিক্ষা ও কুশিক্ষার কথা বলিয়াছিলেন। সু শব্দটি কেন তিনি সযত্নে এড়িয়ে গিয়েছিলেন এক্ষণে তাহা অনুধাবন করিতে পারি। চলভাষ হস্তগত করিয়া কিশলয় গণ চলিবে না স্থবির হইবে তাহা অন্তর্যামী জানেন ; যদিও প্রথম সারির কুশীলব গণ সামাজিক মাধ্যমে জোয়ারের বেগে নৌকা ভাসাইতে চাহেন না। গঞ্জের অভিভাবক কূল ইহা যত সত্ত্বর উপলব্ধি করিবেন ততই মঙ্গল।নতুবা বেলাবশানে শারীরিক ও মানসিক স্থিতি বিনষ্ট হইলে অবসাদে কচিকাঁচার দল অকালেই পাঠশালা হইতে ঝরিয়া পড়িবে।চলভাষ এক এক জলোচ্ছ্বাসে সময় রূপ তরণী জলমগ্ন করিয়া তাহাকে অকালে ডুবাইয়া দিবে ইহা অনস্বীকার্য।

(প্রথম পাতার পর) **৬ দফা দাবিতে ধনেখালি বিএলআরও**

অবৈধভাবে বেচাকেনা রুখতে,বেআইনি ভাবে জমির চরিত্র বদল রুখতে, আদিবাসীদের জল জঙ্গল জমির অধিকার সুরক্ষিত রাখতে এবং বেআইনি ভাবে জমির রেকর্ড বন্ধ করার দাবিতে ধনেখালি বিএলআরও অফিসে বুধবার ডেপুটেশন দিল ধনেখালি ব্লক কংগ্রেস নেতৃত্ব।উপস্থিত ছিলেন ধনেখালি ব্লক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি গোপাল সিদ্ধান্ত, সাধারণ সম্পাদক রাধারমণ মুখার্জি সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। দাবি পূরণ না হলে গণ ডেপুটেশন সহ বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ধনেখালি ব্লক কংগ্রেসে কমিটির সাধারণ সম্পাদক রাধারমণ মুখার্জি।

ট্রাক্টর চুরির অভিযোগে ধনেখালি থেকে জামালপুরের এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল ধনেখালি থানার পুলিশ

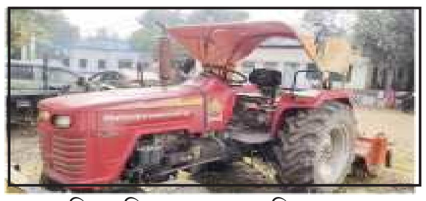

নিজস্ব প্রতিবেদন - মঙ্গলবার রাত এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটা নাগাদ ধনেখালির ফিডারোডে বিশেষ নাকা অভিযান চলছিল। সেই সময় সন্দেহজনক একটি ট্রাক্টর সহ চালককে আটক করে পুলিশ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে যে, ট্রাক্টরটি হরিপাল থানা এলাকা থেকে সে চুরি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। উক্ত ট্রাক্টরটিকে(নম্বর WB 15C 3959)সিজ করা হয় এবং ড্রাইভারকে গ্রেফতার করে পুলিশ। গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তির নাম দীপক দেশমালি মাঝি।বয়স আনুমানিক ২৩ বছর। ধৃতের বাড়ি পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার জোড়বাঁধ এলাকায়।ধৃতকে বুধবার চুঁচুড়া আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন।

অপরাজিতা বিলকে দ্রুত আইনে পরিণত করার দাবিতে অসীমা পাত্রের নেতৃত্বে গুড়াপের রোহিয়া মোড়ে তৃণমূলের অবস্থান বিক্ষোভ।

দুঃসাহসিক অভিযান চালিয়ে সশস্ত্র ডাকাত দলকে পাকড়াও করল হুগলি জেলা পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা - দুঃসাহসিক অভিযান চালিয়ে সশস্ত্র ডাকাত দলকে পাকড়াও করল হুগলি জেলা পুলিশ।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে,৪ ডিসেম্বর রাত ৮. ৩০ মিনিট নাগাদ পূর্ব বর্ধমানের কালনা থানা এলাকায় একটি বাড়িতে ডাকাতি হয়। ডাকাতরা ২টি বাইকে এসে আর্মস নিয়ে বাড়িতে ঢুকে ভয় দেখায় ও সর্বস্ব লুট করে এবং বোমাবাজি করতে করতে চম্পট দেয়। ডাকাতদল বাইকে করে গুপ্তিপাড়া হয়ে হুগলি জেলায় ঢোকে।ঘটনার খবর পাওয়া মাত্র বলাগড়,মগরা এবং পাণ্ডুয়া থানার প্রতিটি মোড়ে পুলিশ নাকা চেকিং শুরু করে।বেগতিক দেখে ডাকাত দল পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে মগরা পাল পাড়ার কাছে স্পেশাল আরটি অফিসার আকাশ দাস ও তার টিম তাঁদের রাস্তা আটাকান এবং ধাওয়া করেন।

বেগতিক দেখে ডাকাতরা কালিতলা ব্রিজের কাছে এসে পুলিশ গাড়ির উপর বোমা মারে।ভয় না পেয়ে অফিসার আকাশ দাস ও তার টিম ডাকাতদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং দুর্দান্ত সাহাসিকতার সাথে দুজন ডাকাতকে ধরে ফেলেন। বাকি ডাকাতরা বাইক ফেলে পালিয়ে যায়। সাথে সাথে আইসি মগরা দীপঙ্কর সরকারের নেতৃত্বে ঘটনাস্থলে পৌছায় মগরা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। ডাকাতদের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র,কাটারি,শাবল, ডাকাতি করা গয়না ও টাকা উদ্ধার করে পুলিশ। এ ছাড়াও ১ টি অ্যাপাচি এবং একটি আর১৫ বাইক উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই এদিন রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছান হুগলি গ্রামীণের পুলিশ সুপার কামনাশিষ সেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কল্যাণ সরকার,ডিএসপি ক্রাইম অভিজিৎ সিনহা মহাপাত্র। ডাকাতি করে পালিয়ে যাওয়া সশস্ত্র ডাকাত দলকে ধরার জন্য জীবন বাজি রেখে আকাশ দাস ও তার টিম যে অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য তাদের বাহাবা দিয়েছেন হুগলির পুলিশ সুপার কামনাশিষ সেন।

প্রেমিককে অ্যাসিড দিয়ে মারার অভিযোগে প্রেমিকার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

নিজস্ব সংবাদদাতা- নিজের ঘর সংসার পরিবার থাকা স্বত্বেও স্বামী পরিত্যক্তা এক মহিলার সঙ্গে বিবাহ বর্হিভূত সম্পর্কে জড়িয়ে ছিলেন।কিন্তু সম্পর্কের অবনতি হতেই শক্তিপদ রায়(৫০) কে অ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত আরতি বারিককে যাবজ্জীবন সাজা ও আর্থিক ৫০ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দিল আদালত।মামলার প্রায় নয় বছরের মাথায় ৩০ নভেম্বর শনিবার শ্রীরামপুর আদালতের বিচারক নাইয়ার আজম খান এই নির্দেশ দিতেই আদালত চত্বরে আলোড়ন ছড়িয়ে পড়ে।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে,২০১৫ সালের জুন মাসের রাতে জাঙ্গিপাড়া থানার লক্ষণপুর গ্রামে বাড়ির বারান্দায় ঘুমিয়ে ছিলেন শক্তিপদ।বাড়ির পাশেই থাকত স্বামী পরিত্যক্তা আরতি বারিক।পাশাপাশি থাকার সুবাদে আরতির সঙ্গে শক্তির প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়।ঘটনার দিন রাতে আরতি শক্তিপদর গায়ে সালফিউরিক অ্যাসিড ঢেলে দেয়।আহত ঝলসানো দেহ নিয়ে শক্তিপদ তার পরিবারকে বলে আরতি তার গায়ে অ্যাসিড ছুঁড়েছে।তারপর শক্তিপদকে প্রথমে জাঙ্গিপাড়া ও পরে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তিন দিন পর তার মৃত্যু হয়। তার আগে মৃত্যুকালীন জবানবন্দিতে সে বলে আরতি তাকে অ্যাসিডে পুড়িয়ে খুন করতে চেয়েছে।পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে আরতিকে গ্রেপ্তার করে।শ্রীরামপুর আদালতের সরকারি আইনজীবী জয়দীপ মুখোপাধ্যায় বলেন,ঘটনার তদন্তকারী অফিসার অমল মণ্ডল সঠিক সময়ে চার্জশিট জমা দিয়েছেন।মৃতের বাড়ি থেকে নমুনা সংগ্রহ করে ফরেন্সিকে পাঠিয়েছেন।মামলায় ১৪ জন সাক্ষী দিয়েছেন।আদালত সমস্ত কিছু শুনানির পর আসামী আরতি বারিককে দোষী সাব্যস্ত করে এ দিন যাবজ্জীবন সাজা ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে আরো এক মাসের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেয়। যদিও ঘটনার পর থেকে জেলেই ছিল আরতি। এ দিন মৃতের ছেলে জয়ন্ত রায় বলেন, ‘‘বাবা অনেক কষ্ট পেয়ে মরেছে। বাবার খুনির শাস্তি হতেই বাবার আত্মা শান্তি পাবে। আমরা পুলিশ ও আদালতের কাছে কৃতজ্ঞ।’’

খবর সোজাসুজি’র উদ্যোগে আয়োজিত অনলাইন সেলফি প্রতিযোগিতায় প্রথম - রিয়া বিশ্বাস,বাড়ি - চাকদা,নদীয়া।

খবর সোজাসুজি’র উদ্যোগে আয়োজিত অনলাইন সেলফি প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় - সুরজিৎ দে,বাড়ি - মথুরাপুর,পূর্ব বর্ধমান।

খবর সোজাসুজি’র উদ্যোগে আয়োজিত অনলাইন সেলফি প্রতিযোগিতায় তৃতীয় - মঞ্জু দত্ত,বাড়ি - খানপুর,হুগলি।

ছিনতাইয়ের মিথ্যা গল্প বলে নিজের ফাঁদে নিজেই বন্দী এক ভ্যান চালক

নিজস্ব সংবাদদাতা - নিজের জালে নিজেই বন্দী এক ভ্যান চালক। চুরির মিথ্যা গল্প বলে মালিকের টাকা আত্মসাতের অভিযোগে গ্রেফতার এক মোটর ভ্যান চালক।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে,শুক্রবার ২৯ নভেম্বর রাত সাড়ে আটটা নাগাদ মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত কৈচর ফাঁড়িতে একটি অভিযোগ আসে কাটোয়া থানার অন্তর্গত গৌতম রায় নামে এক মোটর ভ্যান চালক,যিনি কাটোয়ার একটা কোম্পানির চানাচুর বিভিন্ন দোকানে ডেলিভারি করেন তিনি যখন সন্ধ্যা সাড়ে ছ’টা নাগাদ কাটোয়া-বর্ধমান রোড ধরে নিগনের দিক থেকে কাটোয়ার দিকে ফিরছিলেন তখন শীতলগ্রাম ক্যানেলের কাছে কয়েকজন দুষ্কৃতি জোরপূর্বক তাকে আটকান এবং তার কাছে থাকা ব্যবসার আদায়কৃত ১লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়ে বাইকে চেপে পালিয়ে যায়।খবর পাওয়া মাত্রই কৈচর ফাঁড়ি এবং মঙ্গলকোট থানার পুলিশ তৎপরতার সাথে তদন্তে নেমে পড়েন এবং বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করেন এবং সেইসঙ্গে ওই মোটর ভ্যান চালককে বিস্তারিতভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারেন যে ওই মোটর ভ্যান চালকই লোভের বশবর্তী হয়ে তার মালিকের টাকা আত্মসাৎ করার জন্য ছিনতাইয়ের মত একটি গল্প রটিয়ে সবাইকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। ধৃত ভ্যান চালক জেরার মুখে স্বীকার করেন যে ওই টাকা তিনি নিজের বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছেন। মঙ্গলকোট থানার পুলিশ ২৪ ঘন্টার মধ্যে ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা উদ্ধার করে। মোটর ভ্যান চালক গৌতম রায়কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। চানাচুর মালিকের অভিযোগের ভিত্তিতে মঙ্গলকোট থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ধান চুরির অভিযোগে ধনেখালি ও হরিপাল থেকে ২ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা - ধান চুরির অভিযোগে ২ জনকে গ্রেফতার করল হরিপাল থানার পুলিশ।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে,হরিপাল থানার অন্তর্গত চিত্রশালী গ্রামের বাসিন্দা কাদের হোসেন গতকাল হরিপাল থানায় অভিযোগ করেন,২৫ নভেম্বর তার ২০ বস্তা ধান চিত্রশালী গ্রামের আমরা ক’জন ক্লাবের কাছে রাখা ছিল।সেই ধান গুলি চুরি হয় যায় এবং পাশের একটি সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায় যে ধান গুলি একটি পিক আপ ভ্যানে কিছু দুষ্কৃতী নিয়ে যাচ্ছে। উক্ত অভিযোগ এর ভিত্তিতে হরিপাল থানার কেস নম্বর 731/24 Dt- 04.12.2024 u/s- 303 (2) BNS এ একটি মামলা রজু করা হয়।বিষয়টি খতিয়ে দেখে পুলিশ এবং তদন্তে নেমে হরিপাল থানার পুলিশ ধনেখালি থানার বেলমুড়ির কদমতলা এবং হরিপালের মেসেরা থেকে অরুণ ভূমিজ ও সেখ মুজাহিদ নামে ২ জন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটক করে।তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের কথা অনুযায়ী উক্ত বোলেরো পিক আপ ভ্যান উদ্ধার করা হয় ধনেখালি থানার অনর্গত বেলমুড়ি কদমতলা গ্রামের একটি বাঁশ বাগান থেকে এবং ২০ বস্তা ধান উদ্ধার করা হয় দাদপুর থানার অন্তর্গত মহেশ্বরপুর মোড়ের একটি গোডাউন থেকে। পুলিশি জেরায় অভিযুক্তরা স্বীকার করেছে যে তারা দীর্ঘ দিন ধরে এই কাজে যুক্ত এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে ধান চুরি করে মহেশ্বরপুরের এই গোডাউনে বিক্রি করার উদ্দেশ্য তারা জমিয়ে রাখতো।পুরো ঘটনার তদন্ত করছে হরিপাল থানার পুলিশ।

KHABOR SOJASUJI
RNI.NO.WBBEN/2023/87806

বর্ধমান টাউন হলে বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হল তৃণমূল তাঁত শ্রমিক ইউনিয়নের পূর্ব বর্ধমান জেলা শাখার সম্মেলন। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, আইএনটিটিইউসি নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

খাদান সিনেমার প্রচারে মালদায় দেব

নিজস্ব সংবাদদাতা - খাদান সিনেমার প্রচারে মালদায় এলেন অভিনেতা দেব। তাকে দেখতে উপচে পড়লো ভিড় ।মঙ্গলবার কলকাতা থেকে বন্দেভারত এক্সপ্রেস ট্রেনে করে মালদায় আসেন টলিউড অভিনেতা দেব ।তাঁর সঙ্গে ছিলেন বাংলা ছবি খাদান সিনেমার আরো কলা কুশলীরা ।পুরাতন মালদা শহরের একটি বেসরকারি হোটেলে ওঠেন অভিনেতা দেব। এরপর সেখান থেকে দুপুর ১২ টা নাগাদ মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামের নবীন বরণ উৎসবে অংশগ্রহণ করেন চিত্র তারকা দেব। মালদা কলেজ মাঠের মঞ্চ থেকে খাদান সিনেমার প্রচারের কথা বলেন অভিনেতা দেব। তাঁকে দেখতে মালদা কলেজ মাঠে প্রচুর মানুষ ভিড় করেন। কয়লা খাদানের দুই বন্ধুর ঘটনার অবলম্বনে এই সিনেমার তৈরি হয়েছে বলে জানিয়েছেন অভিনেতা দেব।

আবাস তালিকায় কারচুপির অভিযোগ তুলে পথে বিজেপি

নিজস্ব সংবাদদাতা - আবাস যোজনার নামের তালিকা নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী ব্লকের বিডিও অফিসে বিক্ষোভ কর্মসূচি বিজেপির ।অভিযোগ, রাজ্যজুড়ে আবাস যোজনার ঘরের তালিকা প্রকাশ হয়েছে সেই তালিকায় প্রকৃত ব্যক্তিদের নাম নেই ।এমনকি যাদের পাকা বাড়ি রয়েছে তাদেরই তালিকায় নাম রয়েছে বলে অভিযোগ ।সমীক্ষকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তারা সঠিকভাবে কোন তথ্য যাচাই করেনি। প্রকৃত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে তাদের আবাস যোজনার ঘর দিতে হবে এই দাবি নিয়ে বিজেপির ডেপুটেশন কর্মসূচি। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন উত্তর দিনাজপুর জেলার ওবিসি মোর্চার জেলা সভাপতি অমিত সাহা এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলার ভাইস প্রেসিডেন্ট দিলীপ কুমার বর্মন সহ বিজেপি কর্মীরা।

তিন নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে পাঁচ বছরের জেল

নিজস্ব সংবাদদাতা - অ্যাকোরিয়ামের মাছ দেখানোর প্রলোভন দেখিয়ে তিন নাবালিকাকে পর্ণ ভিডিও দেখানো ও যৌন নির্যাতনের অভিযোগে সন্তোষ পাল ওরফে পচাকে দোষী সাব্যস্ত করে পাঁচ বছরের জেল ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো এক মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল আদালত ।সম্প্রতি আরামবাগ মহকুমা আদালতের বিচারক কিশেন কুমার আগরওয়াল পকসো মামলায় অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে এই সাজা ঘোষণা করেন ।সাজা ঘোষণার পরেই আসামী সন্তোষ পালকে হেপাজতে নেয় আরামবাগ থানার পুলিশ ।সরকারি আইনজীবী অরুপ কুমার দে জানিয়েছেন, ২০১৮ সালে আরামবাগ মহিলা থানায় আসামী সন্তোষ পালের নামে একটি যৌন নির্যাতনের অভিযোগ দায়ের হয় ।তারপর পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে ।পকসো ধারায় মামলা শুরু হয়। কিন্তু অভিযুক্ত জামিনে ছিল ।এ দিন সাজা ঘোষণার পরেই আসামীকে হেপাজতে নেয় পুলিশ। আরামবাগ মহিলা থানার ওসি ঝর্ণা দাসের ভূমিকার প্রশংসা করেন আইনজীবী ।এ দিন রায় ঘোষণার পরেই আলোড়ন ছড়িয়ে পড়ে আদালত চত্বরে।

সাইবার প্রতারণার শিকার

(প্রথম পাতার পর)

হুগলি গ্রামীণের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কল্যাণ সরকার আরও বলেন, হুগলি গ্রামীণ পুলিসের সাইবার থানা এই অভিযোগের তদন্তে নামে। দেখা যায়, ছ'টি অ্যাকাউন্টের মধ্যে একটি অ্যাক্সিস ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট রয়েছে,যেখানে জিমেল আইডি দেওয়া রয়েছে ।সেখান থেকে ফোন নাম্বার পাওয়া যায় ।সেই সূত্র ধরে ৬ ডিসেম্বর হুগলি গ্রামীণ পুলিসের সাইবার থানা এবং এসওজি বিভাগের অসীম প্রচেষ্টায় দিল্লির গৌতমবুদ্ধ নগর থানা এলাকা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয় ।ট্রানজিট রিমান্ডে তাকে হুগলিতে এনে রবিবার তাকে চন্দননগর আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে ৭ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। ঘটনায় আরও কেউ যুক্ত আছে কিনা তা জানতে পুরোদমে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনা জানাজানি হতেই প্রবল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

FARHAD HOSSAIN
Channel Partner
শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগের জন্য যোগাযোগ করুন। 7718563194
KHANPUR HOOGHLY WEST
BENGAL KHANPUR, HOOGHLY,
WEST BENGAL, INDIA 712308
farhad05ster@gmail.com
www.angelone.in
AngelOne

এক নজরে

(প্রথম পাতার পর)

হিন্দু এবং সংখ্যালঘু মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সঠিক মূল্যায়নের জন্য জাতি ভিত্তিক জনগণনার দাবিতে বিধানসভায় সরব আইএসএফ বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী।

- পিএইচই'র নল বাহিত জল অপচয় এবং অবৈধভাবে ব্যবহার করার অভিযোগে ধনেখালি ব্লক এলাকার ২৯টি বাড়ির পিএইচই'র সংযোগ কেটে দিল ধনেখালি থানার পুলিশ।
- গ্রেফতার হওয়া দক্ষিণী সিনেমার অন্যতম সুপার স্টার আল্লু অর্জুনের নিম্ন আদালতে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ ও পরে ৫০ হাজার টাকার বন্ডে হাইকোর্টে অন্তবর্তী জামিনে মুক্তি ।সম্প্রতি হায়দ্রাবাদে 'পুষ্পা২' এর প্রিমিয়ার চলাকালীন পদপিষ্ট হয়ে এক মহিলার মৃত্যুর ঘটনার জেরেই 'পুষ্পা'কে শুক্রবার গ্রেফতার করে পুলিশ।
- ২৪ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে গুড়াপ বইমেলা, চলবে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত।
- উচ্চ মাধ্যমিকের সিলেবাসে বদল। রাষ্ট্রবিজ্ঞান, বাংলা, ইংরেজি সহ ১৯ টি বিষয়ের পাঠক্রমে বদল। ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে চালু হবে নতুন সিলেবাস।

বিজেপি করায় আবাস যোজনার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার অভিযোগ, চলছে রাজনৈতিক চাপানউতোর

নিজস্ব সংবাদদাতা - আবাস যোজনার তালিকায় নাম না থাকায় ময়ূরেশ্বর ২ নম্বর ব্লক অফিসের সামনে জমায়েত গ্রামবাসীদের ।বীরভূমের ময়ূরেশ্বর ২ নম্বর ব্লকের বিভিন্ন পঞ্চায়েতের সাধারণ মানুষ বাড়ি না পাওয়ার অভিযোগে গত সোমবার ২ ডিসেম্বর বিডিও অফিসের সামনে উপস্থিত হন ।তাদের অভিযোগ, আবাস যোজনার আগের তালিকায় তাদের নাম থাকা সত্ত্বেও বাদ দেওয়া হয়েছে তাদের। অনেকের মাটির বাড়ি থাকা সত্ত্বেও বাড়ি পায়নি,অন্যদিকে পাকা বাড়ি থাকা সত্ত্বেও বেশ কিছু ব্যক্তির নাম আবাস যোজনার মধ্যে এসেছে,ফলে যারা স্কুটিনি করেছেন তারা স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের আত্মীয় পরিজনদের নামে এই আবাস যোজনার নাম তালিকায় নথিভুক্ত করেছেন বলে অভিযোগ ।এছাড়াও কেউবা আবার বলছেন বিজেপি করার অপরাধে তাদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। আর এই চক্রান্তের আঙুল উঠছে পুরোপুরি শাসক দলের দিকে। সোমবার দাসপলসা অঞ্চলের রাধানগর গ্রামের প্রায় ৯৩ জন মানুষ আবাস তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে ময়ূরেশ্বর ব্লক অফিসে এসে বাড়ির

ছবি সহ কাগজ জমা করলেন ।এ বিষয়ে বিজেপির রাজ্য সহ-সভাপতি শ্যামাপদ মন্ডল জানান, ''অফিসারদের ভয় দেখিয়ে হোক বা টাকার বিনিময় হোক বিজেপি যারা করে তাদের নামগুলো বাদ দেওয়া করিয়াছে।" অপরদিকে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি প্রমোদ রায় জানান, ''আমাদের কোন লিডার বা নেতৃত্ব তদন্তকারী দলের সাথে তো যায়নি, তাহলে কারা বিজেপি বা কারা অন্য দল করছে তাহলে তাদের নাম কিভাবে বাদ যাবে।"এ বিষয়ে ময়ূরেশ্বর ২ নম্বর সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক পুষ্পেন্দু সাহা জানিয়েছেন, ''উনারা দরখাস্ত করেছেন আমরা দরখাস্ত গ্রহণ করেছি। বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাচ্ছি। তারা যা নির্দেশ দেবে সেই নির্দেশ মতো তদন্ত করে দেখা হবে, তারা যদি অরিজিনালি প্রাপক হয় তাহলে তাদের আবার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করা হবে।

দাবি আদায়ে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি পঞ্চায়েতের ভিআরপিদের

নিজস্ব সংবাদদাতা - সারা বাংলা গ্রামীণ সম্পদ কর্মী সংগঠনের মালদা জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো মালদা টাউন হলে। বকেয়া বেতনের দাবি সহ সংগঠনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে মালদা টাউন হলে সম্প্রতি জেলা সম্মেলন ও সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা সংগঠনের সভাপতি সুবীর চৌধুরী, সম্পাদক এসান আলি সহ সংগঠনে অন্যান্য নেতৃত্ব। কর্তৃপক্ষ জানান, মালদা জেলায় প্রায় ১১০০ গ্রামীণ সম্পদ কর্মী রয়েছে। গ্রামের বিভিন্ন বাড়ি বাড়ি গিয়ে ডেঙ্গু মোকাবেলা সহ সরকারি প্রকল্পের বিভিন্ন ধরনের কাজ নিয়ে মানুষকে সচেতন করা। বিনিময়ে দুশো টাকা প্রতিদিন পারিশ্রমিক পান। সেই পারিশ্রমিক প্রায় ছয় মাস ধরে বন্ধ রয়েছে। ফলে কর্মীদের ভীষণ সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সেই সমস্যার সমাধান যাতে দ্রুত হয় সেই উদ্দেশ্যেই জেলা সম্মেলনের আয়োজন।

Owner, Publisher & Printer- Israil Mallick , Published from- Vill- Mathurapur, P.O.- Shiptai, P.S. Jamalpur, Dist- Purba Bardhaman Pin- 712308, State-West Bengal
Printed at- Two Star Offset Press, 27 No. Laskardighi West (Near Rongtuli Goli), Burdwan, Pin- 713101
Editor- ISRAIL MALLICK, Mobile - 9434566498, E-mail -khaborsojasuji@gmail.com